যুগান্তর

তারিখ 2 JAN 2012
পৃষ্ঠা

বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ঢামেক : চিকিৎসক কর্মচারীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) ও হাসপাতাল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিংবা অধিদফতর নয়, উভয় প্রতিষ্ঠানই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ঢাকা মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে ঢামেক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের খবরে লাভ-লোকসান, ইতিবাচক-নেতিবাচক দিক নিয়ে চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীদের মধ্যে নানা জল্পনাকল্পনা চলছে। এ সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে শনিবার হাসপাতাল চত্বরে প্রতিবাদ মিছিল করেছে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। ২৭ ডিসেম্বর স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-৩ ডা. বায়েজিদ খুরশীদ রিয়াজের পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালকে একটি মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রস্তাব প্রসঙ্গে ১৫ নভেম্বর 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই ট্রাস্ট' এবং শিক্ষকদের একটি সাক্ষাৎকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণকারীরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের প্রস্তাব উপস্থাপন করলে প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি প্রদান করেন। ঢাকা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের একটি অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ অ্যালামনাই ট্রাস্টের উদ্যোগে সংগৃহীত হতে পারে বলেও প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রদান করেন। এদিকে, ঢাকা মেডিকেল কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের খবরে চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হলে ঢামেক হাসপাতাল

প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি

সরকারি থাকবে কি থাকবে না, কর্মস্থল বদলি হবে কি হবে না, আরপিআরএম'রা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবে কি পারবে না, এক হাজার ৭শ' শয্যার হাসপাতালে অতিরিক্ত রোগী ভর্তি করা হবে কি হবে না ইত্যাদি নিয়ে নানা রকম আলাপ আলোচনা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ৩১ ডিসেম্বর হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আবদুল খালেকের নেতৃত্বে কর্মচারীরা ঢামেক কলেজ প্রিন্সিপাল ডা. কাজী দীন মোহাম্মদ ও হাসপাতাল পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শহীদুল হক মল্লিকের সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয় হলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বলে জানিয়েছেন। চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে লাভ-ক্ষতির হিসাবনিকাশ চলছে। তাদের কারও কাছেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। কেউ কেউ বলছেন, শুধু মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কলেজের একাধিক শিক্ষক বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে চিকিৎসক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষতির চেয়ে লাভই বেশি হবে। তারা ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরির সুযোগ পাবেন। চাকরিতে বদলি হবে না।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কয়েকজন বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্তটি ভালো হলেও হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে দরিদ্রদের স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়টি আগের মতো অব্যাহত না থাকলে সাধারণ মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হবে। বিএসএমএমইউর মতো ঢামেক হাসপাতালে যদি নির্ধারিত বেডের অতিরিক্ত রোগী ভর্তি করা না হয় তাহলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব পড়বে। বর্তমানে এক হাজার ৭শ' বেডের হাসপাতালে গড়ে দুই হাজার ৩শ' থেকে দুই হাজার ৫শ' রোগী থাকছে। এখনও চিকিৎসাসেবায় শেষ ভরসাস্থল হিসেবে ঢামেক হাসপাতালকেই ধরা হ